ইত্তেফাক

তারিখ ... 22/10/79 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

178 18

ঘরে-বাইরে

— সন্ধানী

'মাছিতে লাথি মারে।' আমার এক বন্ধুর নাম 'আবু'। মায়ের দেওয়া আদরের নাম। ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে-শাদী করেছে। কিন্তু তবু মায়ের চোখে আবু (অর্থাৎ খোকা) আবুই রয়ে গেছে। আমরাও তার আসল নাম ভুলে আবু নামে ডাকতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আবু অত্যন্ত রসিক, মিষ্টভাষী ও সজ্জন। কোন একজনকে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে ঢুকতে দেখলেই সে বলে উঠে, 'মাছিতে লাথি মারে।' আবুর এই রসিকতায় দার্শনিক কোন তত্ত্ব আছে কিনা জানি না। তবে বিশেষ একটি ঘটনাক্রমে আবুর উক্তিটি মনে পড়ে গেল। ঘটনার নায়ক চাটগাঁস্থ শুল্ক ও আবগারী কালেক্টর এম, এ, কাইয়ুম। দূর অচিনপুরের কোন গ্রহলোক থেকে তিনি এই ধূলির ধরণীতে নেমে এসেছেন কিনা জানি না। তবে ধরাকে তিনি সরা জ্ঞান করেন, অন্ততঃ তাঁর কথা-বার্তা হতে তাই মনে হয়। কিছুদিন হয় তিনি ইত্তেফাক সম্পাদককে একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠির ভাষা শুধু অশালীন নয়, অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চলতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসের পয়লা তারিখ তামাক ও সুপারি শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার এবং এর সঙ্গে এক শ্রেণীর আবগারী কর্মচারীর যোগ সাজশের বিষয় উল্লেখ করে একটি খবর ছাপা হয়। খবরটি অসত্য হলে তৎক্ষণাৎ এর প্রতিবাদ করা এবং প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে চিঠি দেওয়া উচিত ছিল। সাংবাদিক সততার খাতিরে নিশ্চয় আমরা উহা যথারীতি পত্রস্থ করতাম। কিন্তু খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর দীর্ঘ আট মাস পর্যন্ত কোন উচ্চ-বাচ্য করা হয়নি। ৮ মাস পর হঠাৎ চলতি মাসের আট তারিখ তিনি একটি প্রতিবাদ পাঠান। উহাতে বলা হয়, 'খবরটি ভিত্তিহীন, অসত্য, উদ্দেশ্যমূলক এবং বিদ্বেষ প্রসূত' ইত্যাদি। এসব বিশেষণ প্রয়োগ নিয়ে আমাদের কিছু বলার ছিল না। কেননা, এ জাতীয় শব্দ-রাজির প্রতি আমরা বহুল পরিচিত। আমরা জানি, মনঃপূত না হলে কিংবা আঁতে ঘা লাগলেই এক শ্রেণীর লোক দিশেহারা হয়ে এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেন। হাল আমলে এ একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এ-ও জানি যে, গল্পে আছে, কোন এক অজ পাড়া গাঁয়ের ছেলে একদা একটি চমৎকার শব্দ শিখে ফেলেছিল। শব্দটি হচ্ছে 'কতিপয়'। সুযোগ পেলেই যত্রতত্র সে উহা ব্যবহার করে পরম গর্ব বোধ করতো। একবার কতিপয় বন্ধু একত্রে বসে গাল-গল্প করছেন। এই গাল গল্পের মধ্যেই কার বাবা কার হাত-খরচের জন্য কত টাকা দেন, প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। নব্য আবিষ্কারক ছেলেটি তখন বলে বসে, 'আমার কতিপয় পিতা' প্রতি দিন হাত-খরচের জন্য এক টাকা দেন।' ছেলেটির বক্তব্য শেষ না হতেই হাসির হিল্লোল বয়ে যায়। কিন্তু সে নির্বিকার। সে ভাবে, চমৎকার একটি শব্দ প্রয়োগ করে সবাইকে সে উৎফুল্ল করে দিয়েছে।

আমরাও প্রতিবাদপত্রের অতি পরিচিত শব্দগুলোকে সে দৃষ্টিতে বিচার করে ক্ষান্ত থাকতে পারতাম। কিন্তু ভদ্রলোক এর পরও দু'তিনটি বাক্য ব্যবহার করেছেন যা শুধু কুরুচিপূর্ণই নয়, ধৃষ্টতাপূর্ণ ও প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির পরিচায়ক। প্রাচীন রোম সম্রাট অতি বুদ্ধিমান কালিগুলা ভালো লোক না পেয়ে তাঁর ঘোড়াটিকে রোমের তৃতীয় কাউন্সিলর নিযুক্ত করেছিলেন। এ জাতীয় বুদ্ধিমানের পক্ষে তেমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে সবাইকে হাস্যাস্পদ বানানো অসম্ভব নয় বলেই প্রসঙ্গটির অবতারণা।

ভদ্রলোক প্রতিবাদপত্রের শেষের দুই ছত্রে লিখেছেন—"সুতরাং আপনাকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, কেন মানহানিকর সংবাদ প্রকাশের জন্য আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে না অবিলম্বে তার কৈফিয়ৎ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাঠাতে হবে।" বলা বাহুল্য, সেই নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন চাটগাঁস্থ শুল্ক ও আবগারী কালেক্টর মিঃ কাইয়ুম। তিনি 'নির্দেশ' দিয়েছেন ইত্তেফাক সম্পাদককে। ধৃষ্টতা এবং প্রচণ্ড গার্দভাপনা আর কাকে বলে। আমরা জানি, 'গার্দভাপনা' শব্দটি খুবই শক্ত। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হয়েই এই শব্দটি ব্যবহার করতে হচ্ছে। এর পরিবর্তে 'গাড়োল' শব্দটিও হয়তো ব্যবহার করা যায়, কিন্তু যে প্রলয়ঙ্করী জ্ঞান এবং কুরুচির পরিচয় তিনি দিয়েছেন শেষের দুই ছত্রে তাতে 'গাড়োল' শব্দটি নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। কারণ, এরা জানে না, এদের অবস্থান কোথায়। এরা জানে না, একজন সম্পাদকের মর্যাদা কি এবং একজন সাংবাদিক কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন।

বিশ্বের সর্বত্র সাংবাদিকরা সমাজের অগ্রণী অংশ হিসাবে স্বীকৃত। সমুদ্রের অতল পর্যন্ত এদের প্রবেশাধিকার। একজন সাংবাদিক ক্ষমতার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বৃটেন এবং আমেরিকার বিষয় উল্লেখ করা যায়। বৃটেনের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজপথে প্রমোদবালার সন্ধান করতেন এবং কোন কোন সময় ঘরে নিয়ে গিয়ে রাতের শয্যাসঙ্গিনী করতেন, এ কথা অতি সাম্প্রতিককালেও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'টাইম' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকে তথাকার সাংবাদিকরা যেভাবে ধোলাই করেছেন এখানে বসে আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। বেচারা জিমিকে কম-বুদ্ধির লোক থেকে আরম্ভ করে হেন কিছু নেই যা বলা হয়নি। বাকী শুধু পাগল প্রমাণ করে পাগলা গারদে পাঠানো। অথচ সবাই জানেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাবান প্রেসিডেন্টের অন্যতম। মার্কিন শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্টকে যে অপরিমেয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এর তুলনা নিদর্শন বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। তাঁর অঙ্গুলিসংকেতে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়; তামাম বিশ্ব প্রকম্পিত হয়ে উঠতে পারে। কোটি কোটি বছরের মানব সভ্যতা বিলীন হয়ে যেতে পারে নিমেষে। কিন্তু তিনিও তীব্র কটাক্ষ এবং নির্দয় সমালোচনাকারী সাংবাদিকদের কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করেননি। তাঁর পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন নতজানু হয়েছিলেন একমাত্র সাংবাদিকদের কাছেই। প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে যখন সাংবাদিকরা চরম ধোলাই দিচ্ছিলেন তখনও তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে বলেছেন, 'আমার সাংবাদিক বন্ধুরা।' এটা তিনি কারো মুখের প্রতি চেয়ে প্রেমবশে বলেননি। তিনি বলেছেন এই কারণে যে, সাংবাদিকরা কোন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। ব্যক্তির বিরুদ্ধে একজন সৎ সাংবাদিকের কোন বিদ্বেষ থাকতে পারে না। তাঁর লক্ষ্য থাকে অনাবিল সমাজ। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি যে সংবাদ পরিবেশন করেন তাতে হয়তো কেউ জড়িয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু এটা তাঁর মুখ্য বা অন্তর্গত উদ্দেশ্য নয়—তাঁর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জঞ্জাল সাফ করে কার্য-পদ্ধতি সুষ্ঠু করা ও সামাজিক কল্যাণ সাধন।

'এক শ্রেণীর আমলা' ভুলে গেছেন তাঁদের অবস্থানের কথা। ভুলে গেছেন, তাঁরা 'জনগণের একান্ত বাধ্যগত ভৃত্য।' ভুলে গেছেন যে, সাংবাদিকরা তাদের খাস তালুকের প্রজা নয় যে, নির্দেশে নতজানু হবে। সাংবাদিকরা নতজানু হতে পারে বিবেকের কাছে; জবাবদিহি করতে পারে সমাজের কাছে—কিন্তু কোন আমলার কাছে নয়। তামাক ও সুপারি শুল্ক ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে (সুপারি শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার বিষয় প্রতিবাদে অস্বীকার করা হয়নি) বলায় মিঃ কাইয়ুমদের নাকি মানহানি ঘটেছে। যেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের গায়ে অধর্মাচারের কলঙ্ক আরোপ!